বিনিয়োগ প্রস্তাবনা আহ্বান-২০২০

জেন্ডার রেসপনসিভ ব্যবসায়িক বিনিয়োগ প্রস্তাব, উইং কর্মসূচি, বাংলাদেশ

জাতিসংঘ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (ইউএনসিডিএফ) কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, যশোর, মানিকগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলার নারী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কর্মরত নারী পরিচালিত এসএমই ও এনজিও পরিচালিত সামাজিক উদ্যোগের নিকট হতে জেন্ডার রেসপনসিভ ব্যবসায়িক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা আহ্বান করছে। এক্ষেত্রে আগ্রহী নারী পরিচালিত এসএমই এবং এনজিও পরিচালিত সামাজিক উদ্যোগের কর্তৃপক্ষগণকে সংযুক্ত ছক অনুযায়ী আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। স্টার্ট আপ পর্যায় থেকে স্কেল আপ পর্যায়ে উন্নীত এবং উৎপাদন ও সেবা খাতের ব্যবসায়িক বিনিয়োগ প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা করা হবে।

ইউএনসিডিএফ হচ্ছে জাতিসংঘের মূলধন বিনিয়োগ বিষয়ক সংস্থা যা বিশ্বের ৪৭টি অনুন্নত দেশে কাজ করে আসছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি ও বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ উন্মুক্ত করা এ সংস্থর প্রধান কাজ। স্থনীয় পর্যায়ে আর্থিক বিনিয়োগ ব্যবস্থ জোরদারকরণের মাধ্যমে এসডিজি-১ (ক্ষুধামুক্তি), এসডিজি-৫ (জেন্ডার সমতা), এসডিজি-৮ (শোভন কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি), এসডিজি১১ (সহনশীল নগরাঞ্চল) এবং এসডিজি-১৭ (স্থানীয় পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পাবলিক এবং প্রাইভেট পুঁজি বিনিয়োগ উন্মুক্তকরণ) এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য ইউএনসিডিএফ কাজ করে আসছে।

উইমেন'স এমপাওয়ারমেন্ট ফর ইনক্লুসিভ গ্রোথ (উইং) কর্মসূচিটি হচ্ছে ইউএনসিডিএফ, ইউএনডিপি, ইউএন উইমেন এবং নেদারল্যান্ড্স দূতাবাসের একটি যৌথ প্রকল্প, যা পূর্ববতী আইএলডি কর্মসূচির শিখনসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রণীত। এই কর্মসূচির সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে, উপার্জন ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নারী জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নতি সাধন। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সহায়ক নীতিমালা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ জোরদারকরণ , স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি এবং নারী পরিচালিত ব্যাবসায়িক উদ্যোগসমূহের বিনিয়োগের পরিসর বৃদ্ধির জন্য অধিক হারে স্থানীয় মূলধন প্রাপ্তিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উইং কর্মসূচি কাজ করে আসছে।

(ক) নারী পরিচালিত এসএমই (বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি কতৃক প্রণীত সিএমএসএমই সারকুলার অনুযায়ী স্মল ও মিডিয়াম উদ্যোক্তা), এক্ষেত্রে ফোকাস এরিয়াগুলো নিম্নরুপ -

১. বিগত তিন বছর যাবত ব্যবসা চলমান এবং ভবিষ্যতে ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে, এরূপ ব্যাবসায়িক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা।

২. পর্যাপ্ত মূলধন অথবা জামানতের অভাবে ব্যাবসায়িক বিনিয়োগ বন্ধ রয়েছে।

৩. নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৬০% এর অধিক রয়েছে।

৪. প্রকল্প অর্থায়ন- ২০% স্থায়ী সম্পদ এবং ৮০% ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল।

৫. প্রস্তাবিত ব্যাবসায়িক বিনিয়োগ - ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার অধিক।

৬. প্রস্তাবিত ব্যাবসায়িক বিনিয়োগ প্রকল্পের প্রাথমিক স্থায়িত্বকাল - ৩-৭ বছর।

৭. উদ্যোক্তার নিজস্ব অর্থায়ন- প্রস্তাবিত ব্যাবসায়িক বিনিয়োগ প্রকল্প ব্যায়ের ৩০%।

৮. ঋন পরিশোধের সামর্থ্য।

৯. ক্লীন ও ফেভারেবল সিআইবি রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চাওয়া হতে পারে।

১০. সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখতে পারে এমন প্রকল্প।

১১. ট্রেড লাইসেন্স সহ ব্যাবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি হালনাগাদ থাকা।

(খ) এনজিও পরিচালিত সামাজিক উদ্যোগঃ এক্ষেত্রে ফোকাস এরিয়াগুলো নিম্নরুপ -

১. সামাজিক ব্যাবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাবসায়িক সুনাম।

২. বিগত তিন বছর যাবত চলমান সামাজিক ব্যবসা এবং ভবিষ্যতে এই সামাজিক ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে, এরূপ ব্যাবসায়িক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা।

৩. পর্যাপ্ত মূলধন অথবা জামানতের অভাবে ব্যবসায়িক বিনিয়োগ বন্ধ রয়েছে।

৪. নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৬০% এর অধিক রয়েছে।

৫. প্রকল্প অর্থায়ন - ২০% স্থায়ী সম্পদ এবং ৮০% ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল।

৬. প্রস্তাবিত ব্যবসায়িক বিনিয়োগ- ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার অধিক।

৭. প্রস্তাবিত ব্যবসায়িক বিনিয়োগ প্রকল্পে প্রাথমিক স্থায়িত্বকাল - ৩-৭ বছর।

৮. উদ্যোক্তার নিজস্ব অর্থায়ন- প্রস্তাবিত ব্যবসায়িক বিনিয়োগ প্রকল্প ব্যায়ের ৩০%।

৯. ঋন পরিশোধের সামর্থ্য।

১০. ক্লীন ও ফেভারেবল সিআইবি রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চাওয়া হতে পারে।

১১. সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখতে পারে এমন প্রকল্প।

১২. ট্রেড লাইসেন্স সহ ব্যবসা পরিচালনার প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি হালনাগাদ থাকা।

১৩. নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

১৪. অডিট প্রতিবেদন ।

১৫. ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসন কাঠামো।

১৬. মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল এবং চার্টারস।

ইউএনসিডিএফ এর সহায়তা সমূহ

১. নির্বাচিত জেন্ডার রেসপসসিভ বিনিয়োগ প্রকল্পে মোট প্রকল্প ব্যায়ের সর্বোচ্চ ১৫% পর্যন্ত আর্থিক অনুদান।

২. ঋন প্রাপ্তিতে গ্যারেন্টি প্রদান, চলমান ঋনের ঋনসীমা বৃদ্ধিতে সহায়তা।

৩. প্রকল্প উন্নয়ন সহায়তা।

৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিনিয়োগকারীর সহিত সংযোগ স্থাপন।

৫. জেন্ডার রেসপনসিভ বিনিয়োগ প্রকল্প সহায়তা সেবা।

৬. জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি বেনিফিট প্রনয়ণে সহায়তা।

৭. জেন্ডার বৈষম্য মুক্ত কর্মপরিবেশ ও নীতিমালা প্রনয়ণে সহযোগিতা।

যোগ্যতার মাপকাঠি সমূহ

১. প্রাতিষ্ঠানিক প্রোফাইল: সাংগঠনিক কাঠামো তথা পরিচালনার পর্ষদ, পরিচালনাকারী দল এবং পূর্ণকালীন কর্মীদের মধ্যে নারীর উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব। নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক জেন্ডার সমতার বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকতে । ব্যবসাটি নারী-পুরুষের সমতা বৃদ্ধি করে এবং নারীদের অগ্রগতিকে আরও এগিয়ে নেয় এমন সুস্পষ্ট ব্যায়বরাদ্দ ও কর্মসূচি ।

২. বানিজ্যিক উপযোগীতা: যেসব প্রস্তাব আর্থিক আয় সৃষ্টি এবং মুনাফা অর্জনে সক্ষম।

৩. ব্যবসায়িক বিনিয়োগ প্রকল্পের পর্যায়: স্কেল আপ পর্যায়।

৪. ব্যবসায়িক বিনিয়োগ প্রকল্পের আকার ২,৮০,০০,০০০ লক্ষ্য টাকার বেশি।

৫. নারী পরিচালিত এসএমই অথবা এনজিও পরিচালিত সামাজিক উদ্যোগ প্রকল্পে পুর্নকালীন কর্মী সংখ্যা ৫০–১০০ জন।

৬. সাপ্লাই চেইন এবং ক্রয় ব্যাবস্থায় নারী পুরুষ সমতা।

৭. জেলাসমূহ- কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, যশোর, মানিকগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলা।

৮. উন্নয়ন প্রভাব: যেসব প্রকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, বানিজ্য বৃদ্ধি এবং বাজার প্রবেশাধিকার সৃষ্টিসহ নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ইতিবাচক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনয়ন করবে।

৯. ব্যবস্থাপনা: প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত এবং পরিচালনাগত দক্ষতা।

১০. কম্পলায়েন্স: বাংলাদেশের সকল আইন ও বিধি-বিধান এবং ইউএনসিডিএফ/ইউএনডিপি -এর পরিবেশগত ও সামাজিক পারফরমেন্স স্যান্ডার্ডের সহিত সংগতিপূর্ন।

১১. ডব্লিউইই (নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন) সূচক স্কোর: ০.৫০ এর অধিক।

প্রস্তাবনা বাছাই এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

ইউএনসিডিএফ-এর সহায়তায় সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ের সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত জেন্ডার রেসপনসিভ ইনভেস্টমেন্ট প্লাটফর্ম (জি আর আই পি) প্রকল্প বাছাই ও মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবে। উক্ত প্লাটফর্ম উপরে উল্লেখিত নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়ার আলোকে গৃহীত প্রস্তাবনসমূহ স্কোরিং করবে।

ডকুমেন্টেশনঃ প্রাথমিক ধাপের বাছাইকৃত প্রকল্প প্রস্তাবকারীগণ প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ঘোষণার তারিখের পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রাদি প্রদান করবেন।

প্রকল্প প্রস্তাবনা জমাদানের নিয়মাবলীঃ উপরের বিষয়াবলীর আলোক কেবলমাত্র সঠিকভাবে পূরণকৃত পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। পূর্ণাঙ্গ আবেদনে নিম্নের তথ্যাদি থাকতে হবে :

১. সঠিকভাবে পূরণকৃত এবং প্রত্যয়নকৃত প্রস্তাবনা ফরম (ওয়ার্ড টেমপ্লেট)

২. হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স অথবা এই বিষয়ক সার্টিফিকেশন

প্রস্তাবনা ফরমের হার্ডকপি নিম্নের ঠিকানায় অফিস চলাকালীন সময়েও সরাসরি জমা দেয়া যাবে।

অসীম কর্মকার ,কোঅর্ডিনেটর-উইং, ইউএন ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ই/৮-এ, আইডিবি ভবন, লেভেল-৭, শের-ই-বাংলা নগর ঢাকা-১২০৭। অথবা,

সফট্‌কপি ই-মেইল করা যেতে পারেঃ asim.karmakar@uncdf.org ই-মেইল এর সাইজ অবশ্যই ১০ মেগাবাইটের নিচে হতে হবে।

প্রকল্প প্রস্তাবনার ভাষাঃ ইংরেজি/বাংলা।

প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ ৩১ জানুয়ারি ২০২১ বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে।

একটি নারী পরিচালিত এসএমই অথবা একটি এনজিও পরিচালিত সামাজিক উদ্যোগের নিকট থেকে কেবলমাত্র একটি প্রস্তাব জমা দেওয়া যাবে। উল্লেখিত সময় ও তারিখের পরে প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দিলে তা বিবেচিত হবে না।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগঃ
অসীম কর্মকার
কোঅর্ডিনেটর-উইং
ইউএনসিডিএফ বাংলাদেশ
ই/৮-এ, আইডিবি ভবন, লেভেল-৭, শের-ই-বাংলা নগর ঢাকা-১২০৭।
ফোনঃ +৮৮-০২-৯১৮৩৪৭১, এক্স. ১০২
ই-মেইলঃ asim.karmakar@uncdf.org